মরে বেঁচে গেছে ১১ জন বেঁচে বিপদে পড়েছে ১৫ জন

টোকিও থেকে **কাজী ইনসান ও রাহমান মনি**

ভূমধ্যসাগরের গভীর জলরাশিতে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়া ১০ জন ও আলজেরিয়ার হাসপাতালের লাশঘরে ঘুমিয়ে থাকা ১ জন মোট ১১ জন ভাগ্যহত তরুণের ১৫ সঙ্গী এখন আলজেরিয়ার দুটো হাসপাতালে অন্তরীণ। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে তাদের অবস্থা প্রকাশের পর অজস্র মানুষ তাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে। প্রতিবেদনে তাদের মোবাইল ফোন নম্বর থাকায় অনেকেই তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছে- সারা বিশ্বের অসংখ্য প্রবাসীও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। জাপান প্রবাসীরাও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আমরা প্রায় প্রতিদিনই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আমরা তাদের পরিবারবর্গের সঙ্গেও যোগাযোগ করছি।

সবার যোগাযোগে ওরা সাময়িক স্বস্তি পেলেও দেশে ফেরার ব্যাপারে দিনের পর দিন অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। মিশরে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে কয়েকবার জানানো হয়েছিল যে শিগগিরই ব্যবস্থা নেয়া হবে। এখন তাও বলা হয় না। দূতাবাসের কোনো কর্মকর্তা একবারের জন্যও আলজেরিয়ার এসে সরেজমিন সবকিছু দেখে যাননি তদন্তের কিংবা একটু সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বিবেচিত হয়নি। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী স্পষ্ট বলেছেন, 'ওরা অবৈধভাবে বিদেশ গেছেন, তাই সরকারি খরচে তাদের ফিরিয়ে আনার সুযোগ নেই। ভিন্নভাবে চেষ্টা চলছে।' মানবিক কারণে এই ধরনের আইনের সংস্কার করে নতুন আইনের সৃষ্টি করা যে আইনপ্রণেতাদের ক্ষমতা নেই তা তো এতদিনে বোঝা গেছে। প্রশ্ন থাকে, অবৈধ পথে যারা ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে যান সেই প্রবাসীদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নেই- তবে তাদের পাঠানো রেমিটেন্স নিচ্ছে কেন? দেশ যে এখন রেমিটেন্সের জোয়ারে ভাসছে তার একটা বড় অংশ কিন্তু যোগান দেন সরকারের ভাষায় তথাকথিত অবৈধ প্রবাসীরা। হুন্ডি নয়, ব্যাংকিং চ্যানেলে

রেমিটেন্সে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠান কিন্তু ঐ তরুণরাই।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদনে ওদের আলজেরিয়ায় খাওয়া দাওয়ার কষ্টের কথা বলা হয়েছিল। মিশর দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ঐ রিপোর্টের জন্য আলজেরিয়া সরকার ক্ষেপে গেছে, তাই ওদের ফেরায় বিলম্ব হচ্ছে। কর্মকর্তার এই সাধারণ ধারণাটা নেই যে বিদেশ বিভূইয়ে হতাভাগ্য তরুণরা ডাল-ভাতের মধ্যে দেশীয় খাদ্য খেতে পারছে না বলে কষ্ট পাচ্ছে। অথচ কিভাবে ওদেরকে ভাত তরকারির ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে আলজেরিয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালাচ্ছেন। হাসপাতালে AŠixb Zi"Y‡`i অনুরোধ, এ ধরনের তুচ্ছ কারণে যেন ওদের দেশে ফেরা বিলম্বিত না হয়।

ওদের দেশে ফেরত আনা সরকারের দায়িত্ব, ওদের দেয়া টাকা আদম ব্যবসায়ীর হাত থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব সরকারের। অবৈধ আদম পাচারের হোতা, এজেন্ট, ঘুষখোর পুলিশ, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের গড়া সিন্ডিকেটকে চিহ্নিত করাও সরকারের দায়িত্ব।

এখনও মানবেতর জীবনযাপন করা এই ১৫ জনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয় আমাদের। ঢাকা জেলার দোহারের মোঃ রবিউল ইসলাম বলেন, 'আমরা যে এতদিন টিকে আছি তা কেবল এখানকার সাইকোলজির ডাক্তার এবং পুলিশের ভালো ব্যবহারের গুণে। কোনো অবস্থাতেই তারা বিরক্ত হয় না। অথচ আমাদের দেশের অ্যামবেসির লোকজন (কায়রো অ্যামবেসি) এক কথা দুইবার জানতে চাইলেই খারাপ ব্যবহার করে।'

তিনি বলেন, গত ৩/৪ দিন আগে কায়রো অ্যামবেসির কাউন্সিলর গাউসুল আজমের কাছে কবে নাগাদ দেশে যাওয়া যাবে জানতে চাইলে তিনি ধমকের সুরে বলেন, 'আপনারা তো সাংবাদিকদের কথায় ফাল পারেন, এগুলো ঠিক না। সাংবাদিকরা কি আপনাদের দেশে নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে? তারা যত বেশি আপনাদের নিয়ে লিখবে দেশে যাওয়া ততোই দেরি হবে।'

রবিউল আরো বলেন, 'আফ্রিকার অন্যান্য দেশের লোকজনের সঙ্গে একই সঙ্গে ধরা পড়লাম। তাদের দেশ ২ সপ্তাহের মধ্যে তাদের সবাইকে নিয়ে গেল অথচ আমরা ১৫ জন বাংলাদেশীই কেবল রয়ে গেলাম। হায়রে আমার সোনার বাংলাদেশ!!

নবাবগঞ্জের মোঃ মামুনুর রশীদ নিজেকে সিআইডি'র-ডিআইজি'র চাচাতো ভাই পরিচয় দিয়ে বলেন, 'ভাই কি বলব, মা বাবার একমাত্র সন্তান আমি। ফোনে যখন মা বাবার কান্না শুনি তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। আমার মতো আরো তিনজন আছে যারা একমাত্র সন্তান। প্রত্যেকেই শিক্ষিত। বুঝতেই পারছেন।' দোহারের মোজাম্মেল হোসেন মুন্নু বলেন- ভাই, সহযাত্রী ভাই যারা মরে গেছেন তারা মরে গিয়ে বেঁচেছেন। আল্লাহ তাদের বেহেস্ত নসীব করুক। আমরা বেঁচেও মরে আছি। যেতেও পারছি না। আর যদি কোনো দিন দেশে যেতেও পারি এবং আদম ব্যাপারীর কাছ থেকে টাকা-পয়সা উদ্ধার করতে না পারি তবে এ বেঁচে থাকায় লাভ কি? তার চেয়ে মরণও তো ভালো ছিল। আপনারা পত্রিকায় লেখালেখি করে আমাদের

টাকাগুলো উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন দয়া করেন। নতুবা বাকি জীবন সবার করুণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

রিপন মোল্লা বলেন, আমরা সরকার, আইন, কূটনীতি এসব বুঝতে চাই না। যত তাড়াতাড়ি পারেন এখান থেকে নেয়ার ব্যবস্থা করেন। ধীরে ধীরে অনেকে মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ বেশি কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। চোখের সামনে এতগুলো লোক মারা গেছে, নিজের মৃত্যুর জন্য প্রহর গুনতে হয়েছে- তার মধ্যে খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সেই কথা মনে করে ২/৩ জন রীতিমত প্রলাপ বকতে শুরু করে দিয়েছে। দয়া করে খাওয়া দাওয়ার কষ্টের কথা লিখবেন না। কারণ কায়রো অ্যামবেসি সাংবাদিকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে সতর্ক করে দিয়েছে।'

মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগরের মোঃ নাসির উদ্দিন অনুরোধ করে বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের নেয়ার জন্য সরকারকে বলেন। শরীরের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। মানসিক রোগী হয়ে সমাজের বোঝা হতে, পরিবারের মাথা ব্যথার কারণ হতে চাই না।

মোঃ আনিসুর রহমান (টঙ্গী, গাজিপুর) বলেন, আপনারা ফোন করেন, অনেক ভালো লাগে। বাড়িতে বাবা অসুস্থ। বাবার সঙ্গে একদিনই কথা বলেছি। সহ্য করতে পারিনি। বড় ভাই ইটালি থাকেন। প্রায়ই খবর নেন। বাবা বড় ভাইকে তাগিদ দেন আমাকে দেশে পাঠানোর জন্য। বাবা বুঝতে চান না ভাইয়ের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা হলো ৬০ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদের সরকারের। যারা জনগণের টাকায় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। আর আমাদের দেশে ফেরত নেয়ায় অর্থ যোগান দিতে পারে না।

জয়পাড়া দোহারের সোহেল রানা বলেন, পাগল হয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে। টয়লেটে পানি নেই আজকে সারাদিন। বেসিন থেকে পানি এনে পান করতে হয়। আজ তাও নেই। সমুদ্রের কথা মনে হয়। প্রায় দেড় মাস হয়ে গেলো এখানে আছি। সরকার কোনো ব্যবস্থা করতে পারল না।

শ্রীনগরের জাকির হোসেন বলেন, আমি আলুর দেশের লোক অথচ ওরা যে আলুর ঝোল দিয়ে যায় তা মুখেই দেওয়া যায় না। কবে নাগাদ দেশে যেতে পারব বা আদৌ পারব কিনা সেই চিন্তায় মন অস্থির হয়ে আছে।

স্বপন খান আদম ব্যাপারীদের ওপর খুবই ক্ষেপে আছেন। তিনি বলেন, আদম বেপারী রাজু আমাদের মিথ্যা বলে অনেক টাকা নিয়ে আমাদের বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়ে তারা সরকারের মন্ত্রীর ছত্রছায়ায় বেশ আরামেই দিন কাটাচ্ছে। সাংবাদিক ভাইদের জন্য সাময়িক অসুবিধা হলেও আবার ঠিক হয়ে যাবে। আর আমাদের নিঃস্ব হয়ে থাকতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার এখন যেমন বলছে অবৈধদের দেশে ফিরিয়ে আনার কোনো ফান্ড নেই, তেমনি যদি আলজেরিয়ার সরকার বলে মানবিক দিক চিন্তা করে তোমাদের চিকিৎসা করিয়েছি, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করছি, এখন আর আমরা রাখব না- কারণ ভিনদেশীদের রাখার মতো কোনো ফান্ড আমাদের নেই, তখন এই ১৫ জন যুবকের অবস্থা কী হবে? সরকার ও বিরোধী দল কারোরই কী কোনো দায় দায়িত্ব নেই?

একই কথা বললেন ফরিদপুরের শিবলী সাদি, দোহারের সাজ্জাদ হোসেন অঞ্জন ও ইসমাইল হোসেন মজুনু। তারা সবাই বলেন, টাকা দেওয়ার আগ পর্যন্ত দালালরা জামাই আদর করে। আর পেমেন্ট হয়ে গেলে ব্যবহার ভিন্ন হয়ে যায়। বিশেষ করে ঢাকা বিমান বন্দর ত্যাগ করার পর তারা সৎ মায়ের চরিত্রে আবির্ভূত হয়। দালালদের সঙ্গে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে হাত থাকায় কেউ তাদের কিছু বলতে পারে না।

মোঃ আমজাদ হোসাইন (নবাগঞ্জ ঢাকা), মিন্টু খান (নবাবগঞ্জ, ঢাকা) এবং মোঃ সাইদুর রহমান (দোহার, ঢাকা) জানান, খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ওয়েস্টার্ন ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা এনে বাইরে থেকে চাল, আলু এনে রাতে নিজেরা ভাত এবং আলু ভর্তা দিয়ে সবাই মিলে রান্না করে খান। পুলিশ এবং ডাক্তারগণ এই ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করেন।

তিনটি রুমে ১৫ জনকে রাখা হয়েছে। প্রথমে দুটি ভিন্ন স্থানে ১০ জন এবং ৫ জনকে ভিন্ন ভিন্ন রাখা হয়েছিলো। গত ১০/১২ দিন পূর্বে সবাইকে একই হাসপাতালে আনা হয়। ওরান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুবকরা জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের জানিয়েছে তারা প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে তাদের খাতায় নাম লিখিয়েছে। পুলিশ সার্বক্ষণিক পাহারা দিলেও কোনো ইংরেজি জানে না। তবে সাইকোলজির ডাক্তারগণ কিছুটা ইংরেজি জানে বলেই মনের ভাব প্রকাশ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। পুলিশ আরবি এবং ফরাসি ভাষা ছাড়া কথা বলে না।

এদিকে আলজেরিয়ায় আটককৃত যুবকরা আরো জানান যে, দোহার এবং নবাবগঞ্জ থেকে আগত যুবকদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য স্থানীয় বিত্তশালী নেতা সালমান এফ রহমান তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেছেন, সরকার যদি আটককৃতদের দেশে নিতে না পারে তাহলে তিনি এফ রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে নিতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে সরকারকেও প্রস্তাব দেয়া হয়েছে কিন্তু সরকার তার প্রস্তাবে নাকি রাজি হচ্ছে না। অবশ্য এটা তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা না নির্বাচন পূর্ব ধোকাবাজি তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি।

গত দেড় মাসে মিশরের কায়রো দূতাবাস থেকে ফোন করে ১৫ জনের মধ্যে মাত্র ৮ জনের নাম, ঠিকানা, চুলের রঙ, লক্ষণীয় চিহ্ন ইত্যাদি খুঁটিনাটি নিয়েছেন। কাউন্সিলর বলেছেন, 'স্বল্প সময়ে সবার বায়োডাটা নেয়া সম্ভব নয়, তাই সময় লাগবে সবার বায়োডাটা নিতে।' ৮ জনের নাম ঠিকানা নিতে যদি দূতাবাসের দেড় মাস সময় লাগে তাহলে শুধু নাম ঠিকানা নিতেই তো প্রায় তিন মাস লেগে যাবে! ভুক্তভোগীরা বলছেন, আটক অবস্থায় Travel Permit (TP) দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেই তো বিষয়টা শেষ হয়ে যায়। ধরা পড়ে আফ্রিকার নাগরিকদের যদি ২ সপ্তাহের মধ্যে সে দেশ ফেরত নিতে পারে তা হলে বাংলাদেশ কেন তার নাগরিকদের দেড় মাসের মধ্যেও ফিরিয়ে নিতে পারে না? এটা কি কূটনীতির ব্যর্থতা নয়? অথচ আলজেরিয়ায় ডাক্তার এবং প্রশাসন জানিয়েছে, তরুণরা যদি নিজেরা টিকেটের ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে তারা দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেবে। ভিনদেশী হয়েও তারা তাদের সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার কথা জানিয়েছে। বাংলাদেশীদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তারা আটককৃত যুবকদের সঙ্গ দিচ্ছে। তাদের মনের কথা শুনছে, এমন টুকটাক কেনাকাটা করে দিচ্ছে। অথচ জনগণের টাকায় পরিচালিত দূতাবাস থেকে কোনো কর্মকর্তা তাদের সঙ্গে দেখা করা তো দূরের কথা, ফোনে কথা বলার সময় ভালো ব্যবহার করার মতো সৌজন্যটুকুও দেখানো প্রয়োজন মনে করেন না। হায়রে বাংলাদেশ!

বাংলাদেশ সরকার এখন যেমন বলছে অবৈধদের দেশে ফিরিয়ে আনার কোনো ফান্ড নেই, তেমনি যদি আলজেরিয়ার সরকার বলে মানবিক দিক চিন্তা করে তোমাদের চিকিৎসা করিয়েছি, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করছি, এখন আর আমরা রাখব না- কারণ ভিনদেশীদের রাখার মতো কোনো ফান্ড আমাদের নেই, তখন এই ১৫ জন যুবকের অবস্থা কী হবে? সরকার ও বিরোধী দল কারোরই কী কোনো দায় দায়িত্ব নেই?